দৈনিক
জনকণ্ঠ

১০

তারিখ 24 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা রোধের নির্দেশ

শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী যেই হোক কঠোর ব্যবস্থা নিন ॥ প্রধানমন্ত্রী

নাটোর, ২৩ আগস্ট (ইউএনবি)।- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে যথাযথভাবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যারাই আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আজ শুক্রবার সকালে এখানে উত্তরা গণভবনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী

(প্রথম পাতার পর)

বলেন, "আইন তার নিজস্ব পথেই চলবে। অপরাধীদের প্রশ্রয় দেবেন না। সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক না কেন এমন কি আমার দলের হলেও তার অবশ্যই বিচার করতে হবে।"

শেখ হাসিনা অস্ত্র উদ্ধার অভিযান জোরদার করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে সারাদেশে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র রয়েছে বলে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বীকারোক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। শেখ হাসিনা বলেন, "পুলিশের কাছে প্রাপ্ত সন্ত্রাসীদের তালিকা অনুযায়ী যে কোন রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধে থেকে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করুন।"

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সহিংসতা রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেন। উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলার জেলা প্রশাসক, এসপি ও অন্য পদস্থ কর্মকর্তাদের এই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব) রফিকুল ইসলাম, স্বরাষ্ট্র সচিব সৈয়দ রেজাউল হায়াত এবং পুলিশের ডিআইজিও বক্তব্য রাখেন।

বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল জলিল, স্থানীয় সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনকে কোন দলের স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না, যেমনটি অতীতে করা হয়েছিল। তিনি আশ্বাস দেন যে, "আমরা কোনভাবেই তা করব না।"

শেখ হাসিনা বলেন, "জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। তারা আইনের আশ্রয় চায়। কিন্তু আপনারা সক্রিয় না হলে কোন কিছুই সম্ভব হবে না। মনে রাখবেন আপনারা প্রজাতন্ত্রের অফিসার এবং যে কোন দলীয় মতাদর্শের উর্ধে।" প্রধানমন্ত্রী জানান যে, বিভাগীয় কমিশনারদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিশন গঠনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

তিনি বলেন, অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। প্রধানমন্ত্রী যারা অবৈধ অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে তাদের সমাজে পুনর্বাসিত করার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "রাজনৈতিক খেলায় আমাদের সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আমরা কোন রাজনৈতিক দেউলিয়াপনায় ভুগাছি না। দীর্ঘ সংগ্রামের পর জনগণের রায়ের মাধ্যমে আমাদের সুযোগ দেয়া হয়েছে।"

২০ হাজারের মতো দলীয় ক্যাডারকে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদানের জন্য সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমালোচনা করে তিনি যথাযথ পরীক্ষার পর সেগুলো বাতিল করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তা একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের পরিণতি বলে অভিহিত